সংবাদ

তারিখ ... 19 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি পরীক্ষা

রুটিন পরিবর্তনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মানববন্ধন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১২ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের (এইচএসসি) বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার সময়সূচি বা রুটিন পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে ঢাকার শীর্ষস্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা। তারা তিন দিনের মধ্যে রুটিন পরিবর্তনের জন্য আন্তঃশিক্ষা বোর্ড ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। অন্যথায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন এবং প্রয়োজনে পরীক্ষা বর্জনেরও হুমকি দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

'রুটিন বদলাও, জীবন বাঁচাও', 'এই কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে সাজানো রুটিন মানি না', 'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এই সময়সূচি মানবো না'- এ জাতীয় স্লোগান সংবলিত প্লাকার্ড নিয়ে কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী কর্মসূচিতে অংশ নেয়। শিক্ষা বোর্ডের যেসব কর্মকর্তা কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে রুটিন প্রকাশ করেছে তাদের বিচারও দাবি করেছে পরীক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এইচএসসির রুটিন পরিবর্তন হবে কী না সে সম্পর্কে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়কারী ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা

রুটিন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক: ৫

রুটিন : পরিবর্তনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খাতুন গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পলিটিক্যালি মোটিভেটেড। কারণ আমাদের না জানিয়ে তারা রাস্তায় নামল কেন'? তিনি আরও বলেন, 'আমরা চাচ্ছি পরীক্ষা তাড়াতাড়ি শেষ করতে। এরপরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাইলে আমরা রুটিন পরিবর্তন করব। কারণ গত বছরও পরীক্ষার রুটিন কয়েকবার পরিবর্তন করেছি'।

গতকাল বেলা তিনটা থেকে সাড়ে চারটা নাগাদ জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে পল্টন মোড় পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ রেখে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা। এতে অংশ নেয় নটর ডেম কলেজ, রাজউক উত্তরা কলেজ, ঢাকা কলেজ, রাইফেলস পাবলিক কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ রাইফেলস কলেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঝিলগাঁও মডেল কলেজসহ শতাধিক কলেজের পরীক্ষার্থী।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়। এতে লিখিত পরীক্ষা ১ এপ্রিল শুরু হয়ে ২০ মে শেষ এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য ২৩ মে থেকে ৬ জুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট ৫১ দিনের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের লিখিত পরীক্ষা মাত্র ২৯ দিনে গ্রহণ এবং তার কমপক্ষে ২৫ দিন পর ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু হবে।

অন্যদিকে ১৫ থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে ১৫ দিনের মধ্যে পদার্থবিদ্যা ২য় পত্র, জীববিদ্যা ২য় পত্র, গণিত ২য় পত্র ও রসায়ন ২য় পত্রসহ মোট সাতটি পরীক্ষা নেয়া হবে। ঢাকা কলেজের ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষার্থী শরীফুল ইসলাম বলেন, 'কমার্সের পরীক্ষা ৫০ দিনব্যাপী নেয়া হলে, বিজ্ঞানের পরীক্ষা ২১ দিনে নেয়া হবে কেন'? নটরডেম কলেজের ছাত্র জসিম উদ্দিন অবিলম্বে রুটিন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য শুধু পাস করা নয়, এ পরীক্ষার ওপর তার ভবিষ্যৎও নির্ভর করে। এটা নিয়ে শিক্ষা বোর্ড তামাশা করতে পারে না'। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস কলেজের ছাত্র ইসমাইল জানায়, 'গত বছর গণিত পরীক্ষার আগে সাতদিন বন্ধ ছিল। এবার গণিত, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান পরীক্ষার আগে মাত্র একদিন করে ছুটি রাখা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার আগে ভালভাবে অনুশীলনেরও সময় পাবে না। কাজেই এই রুটিনে পরীক্ষা নেয়া হলে শিক্ষার্থীরা নকল করতে বাধ্য হবে'।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, সব শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে যথাযথভাবে সমন্বয় না করেই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এইচএসসি পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করেছে। আর রুটিন সাজিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা শাখার অদক্ষ ও বিতর্কিত কর্মকর্তারা।

মানববন্ধনে অংশ নেয়া ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিভাবক নাজনিন আক্তার ও শামসুদ্দীন আজাদ সংবাদ'কে বলেন, 'মেধাবী শিক্ষার্থীদের জীবন ধ্বংস করতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ইচ্ছাকৃতভাবে ও দায়িত্বজ্ঞানহীন রুটিন ঘোষণা করেছে'। তারা বলেন, 'প্রতিদিন পরীক্ষা দিতে হবে, এমন রুটিনের খবর পত্রিকায় পড়েই সন্তানরা হতাশায় ভুগছে'।

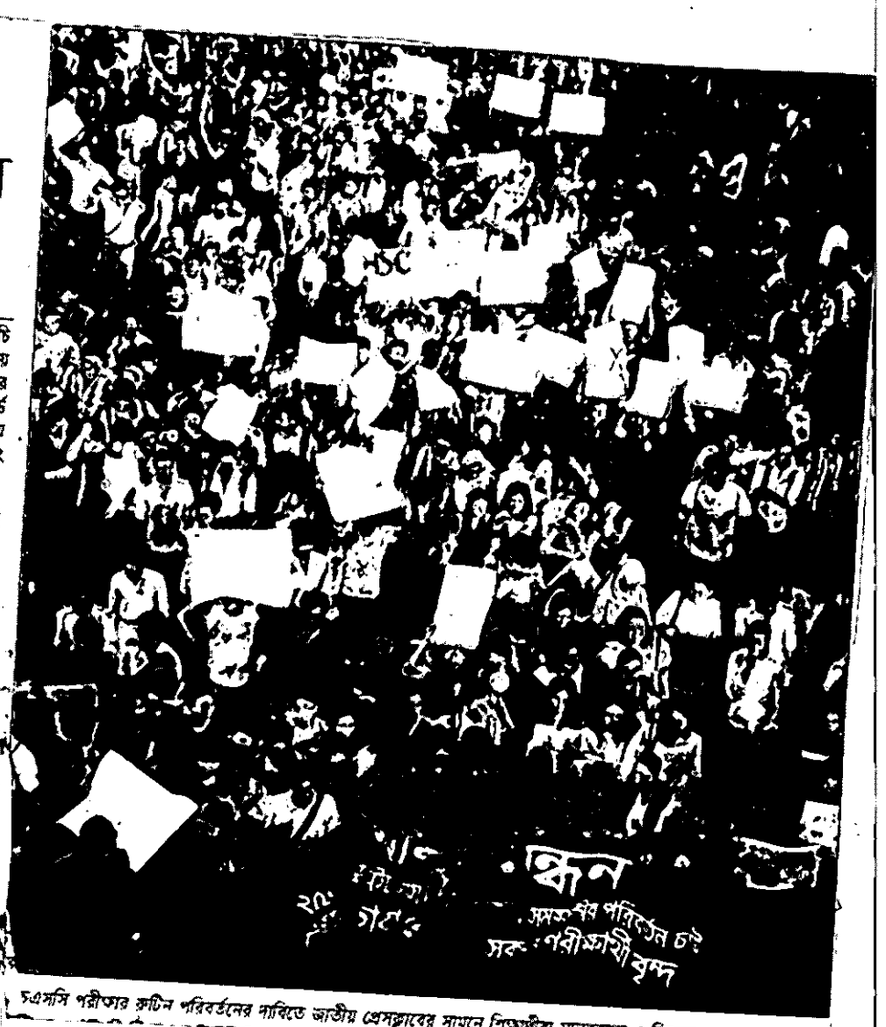

চএসসি পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তনের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে —সংবাদ